দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কলেজ শিক্ষক আত্মীকরণে ক্যাডার দ্বন্দ্ব

মাহবুবুল হক ইকবাল

সদ্য জাতীয়করণকৃত ২৮৫টি কলেজের শিক্ষকদের আত্মীকরণে অরক্ষিত পদমর্যাদা বিশিষ্ট বিধিমালা ২০০০ অনুসরণ করা হবে নাকি নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে তা নিয়ে যখন শিক্ষকরা স্নায়ুচাপে ভুগছেন অর্থাৎ স্বীয় পদমর্যাদা ও বেতন স্তর বহাল থাকার বিষয় নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনরাত একাকার করছেন তখন শুনছেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের একাংশ জাতীয়করণ কলেজ শিক্ষকদের নন-ক্যাডারে রেখে বিধিমালা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছেন। কেন তাঁরা জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের নন-ক্যাডারে রাখতে চান তা একেবারে অজানা নয়। তাঁরা জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত করলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা গণনার কারণে কিছুটা পিছিয়ে পড়বেন। আর তাঁরা যদি সুপ্ত বাসনার বশবর্তী হয়ে প্রত্যাশা করেন জাতীয়করণকৃত শিক্ষকরা নন-ক্যাডারে থাকলে বদলি ও পদোন্নতি নিয়ে সরকারি কলেজে আসতে পারবেন না। কিন্তু জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোর সকল স্তরের শূন্যপদের দখল তারা নিতে পারবেন তাহলে তাদের এক ঢিলে দু'পাখি মারার ব্যবস্থা হবে। সরকারি কলেজের বিদ্যমান পদ ও পদোন্নতির সুবিধা তো রইলই এর সঙ্গে বোনাস হিসাবে পাবেন জাতীয়করণকৃত কলেজের শূন্যপদ এবং পদোন্নতির নতুন জায়গা। এতে জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের প্রকারান্তরে পিষে মারার ব্যবস্থা পাকা হবে। জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের কারণে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া যেমন কাম্য হতে পারে না তেমনি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের এহেন চাওয়ার কারণে জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের স্বার্থে পচন ধরবে তাও কাম্য হতে পারে না। অথচ জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের ক্যাডারে ঠাঁই দিয়েও বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের সকল প্রকার স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব। যা নিম্নরূপ হতে পারে—

১। বর্তমান জতীয়করণকৃত ২৮৫টি কলেজের প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ, অধ্যক্ষ যিনি যে পদে আছেন তিনি তাঁর পদে ক্যাডারভুক্ত হয়েই বহাল থাকবেন। ২৮৫টি কলেজের শিক্ষকদের বদলি পদোন্নতি ২৮৫টি কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলে বিসিএস ক্যাডার শিক্ষকদের সঙ্গে পদ ও পদোন্নতি নিয়ে দ্বন্দ্ব হবে না।

২। জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের এক তৃতীয়াংশ পাঁচ বছরের মধ্যে আর দশ বারো বছরের মধ্যে প্রায়ই অর্ধেক অবসরে যাবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয়করণের সম্মতিলগ্ন জুন ২০১৬ থেকেই অধিকাংশ কলেজের অধ্যক্ষসহ একাধিক পদ নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত থাকায় শূন্য হয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই শূন্য পদগুলোর একচ্ছত্র মালিক হবেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার সদস্যরা।

৩। বিসিএস ক্যাডার শিক্ষকরা জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোর শূন্যপদগুলো শুরু থেকেই ভোগদখল করতে পারছেন। যে পদগুলো তাঁরা জাতীয়করণের কারণে ভোগদখল করতে পারছেন সরকারি কলেজের সেই পদগুলো যদি জাতীয়করণকৃত শিক্ষকরা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে বদলি হয়ে ভোগদখল করেন তাহলে শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের আপত্তি থাকার কথা নয়।

বরিশাল